জনতা ব্যাংক পিএলসি.
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
www.jb.com.bd

রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ফোন: ৫৫১১০০৩৭

তারিখ: ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ১৩৭৫/২০২৫

সকল মহাব্যবস্থাপক/ উপমহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি.
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/ জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।

বিষয়: ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি ৯ম সংস্করণের ফরেন ট্রেড (রপ্তানি) এর ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ও প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা হালনাগাদকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জারিকৃত প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১০৮৯/২০২১, তারিখ ২২ নভেম্বর ২০২১-প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২. ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৬৫তম সভার অনুমোদনক্রমে ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি ৯ম সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ফরেন ট্রেড (রপ্তানি) এর ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ও প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত নির্দেশনা নিম্নরূপভাবে হালনাগাদ করা হলো:

২.১ পৃষ্ঠা-১২২ ক্রমিক নং-১২ বিবিএলসি খোলার নীতিগত অনুমোদন (সহজামানতসহ ও সহজামানত ব্যতীত), পৃষ্ঠা-১২৬ ক্রমিক নং-১৪ বিবিএলসি নোশনাল লিমিট (রিভলভিং), পৃষ্ঠা-১২৮ ক্রমিক নং-১৫ ইডিএফ বিবিএলসি খোলার অনুমোদন সংক্রান্ত বিধিসমূহ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হলো:

(অংক লক্ষ টাকায়)

মঞ্জুরি ক্ষমতা (ক্রমপুঞ্জিভূত)									
অগ্রিম /ঋণ ও অন্যান্য সুবিধার বিবরণ	ম্যানেজার-শাখার গ্রেড				এজিএম	ডিজিএম	জিএম	ডিএমডি	এমডি
	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম					
নীতিগত অনুমোদনসহ ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট রিভলভিং লিমিট(ইডিএফ ও ইএফপিএফসহ):									
(ক) পাবলিক সেক্টর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	-	-	-	-	-	-	৩০০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০
(গ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	-	-	-	-	-	-	২০০০.০০	৩০০০.০০	৪০০০.০০
(ঘ) ব্যক্তি /ফার্ম	-	-	-	-	-	-	২০০০.০০	৩০০০.০০	৪০০০.০০

নোটঃ

(ক) নতুন রপ্তানিকারকের প্রথম লেনদেন ঋণপত্রের বিপরীতে হতে হবে।

(খ) নতুন রপ্তানিকারকের ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে বিবিএলসির অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে গ্রাহক নির্বাচনের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ক্রেডিট কমিটির সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট হতে বিবিএলসির নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী নিরূপিত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা এবং এক বৎসরের গড় রপ্তানি তৎপরতা পর্যালোচনাপূর্বক প্রাপ্য বিবিএলসির মধ্যে যেটি কম সে অংকের বিবিএলসি রিভলভিং লিমিট শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহীগণ অনুমোদন দিতে পারবেন। গ্রাহকের একাধিক লিয়েন ব্যাংক থাকলে প্রাপ্য লিমিট হতে অন্য লিয়েন ব্যাংকে ভোগকৃত লিমিটের পরিমান বাদ দিয়ে রিভলভিং লিমিটের প্রাপ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) বিবিএলসি লিমিট এর বিপরীতে ন্যূনতম ১:১ সহজামানত (এফডিআর/জমি/স্থাপনা) গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া,

১) প্রতি রপ্তানি বিলের ন্যূনতম ১% হারে কর্তনের মাধ্যমে ফান্ড বিল্ড আপ করে ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যজনিত ঝুঁকি নিরসনকল্পে প্রতিটি ৫.০০ লক্ষ টাকার এফডিআর করে ব্যাংকের নিকট লিয়েন রাখতে হবে, যা অব্যাহত থাকবে।

চলমান পাতা-২

বিষয়: ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি ৯ম সংস্করণের ফরেন ট্রেড (রপ্তানি) এর ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ও প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা হালনাগাদকরণ।

২) বিদ্যমান গ্রাহকদের সহজামানত আগামী ০৫ বছরে পর্যায়ক্রমে ন্যূনতম ১:১ এ উন্নীত করতে হবে। ০৫ বছরের মধ্যে সহজামানত ন্যূনতম ১:১ এ উন্নীত করতে না পারলে বিবিএলসি লিমিট সহজামানতের সমপরিমান পুন:নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) এ ব্যাংক হতে প্রকল্প ঋণ গ্রহণকারী গ্রাহকগণকে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরকারী ডিপার্টমেন্ট হতে বিবিএলসি খোলার নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রকল্পের পিসিআর ইস্যু হওয়াসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক শর্ত আবশ্যকীয়ভাবে পরিপালন সাপেক্ষে নীতিগত অনুমোদন কার্যকর হবে।

(চ) নীতিগত অনুমোদন ও ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে বিবিএলসি রিভলভিং লিমিট(ইডিএফ ও ইএফপিএফসহ) প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের জন্য আবশ্যিকভাবে পালনীয় শর্তাদিঃ

১. গার্মেন্টস শিল্প/প্রকল্পটিতে কমপক্ষে ৮০ (আশি) টি মেশিন থাকতে হবে ।

২. ফ্যাক্টরি/কারখানাটি পারপাস বেইসড বিল্ডিং-এ থাকতে হবে।

৩. ফ্যাক্টরি/কারখানাটি বায়ার্স কমপ্লায়েন্স হতে হবে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে লিয়েন ব্যাংক হিসাবে জনতা ব্যাংকের নাম থাকতে হবে এবং আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে।

৪. লিমিট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০১(এক) বছরের সন্তোষজনক রপ্তানি তৎপরতা থাকতে হবে। তবে জনতা ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিলযোগ্য।

৫. গ্রাহক/রপ্তানিকারকের হিসাবে কোন ডিমান্ড লোন (বিবি) ও পুনঃতফসিলকৃত দায় থাকতে পারবে না।

৬. গ্রাহক/রপ্তানিকারকের হিসাবে যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোন ওভারডিউ ইএক্সপি থাকতে পারবে না।

৭. গ্রাহক/রপ্তানিকারকের হিসাবে কোন বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ/অসমন্বিত থাকতে পারবে না।

(ছ) গ্রাহকের বিবিএলসি লিমিটের কুশন হিসাবায়ন=বিবিএলসি লিমিট-[{বিবিএলসি+আইএফডিবিসি+ডিমান্ড লোন (বিবি)+পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোন (বিবি)+ইডিএফ(এলসি+পিএডি+লোন)+ইএফপিএফ(এলসি+লোন)}-{ডিএফসিতে জমা+নিয়মিত এফডিবিসি ও এফডিবিপি'র আনুপাতিক আমদানি মূল্য যার বিপরীতে ডিএফসিতে ফান্ড জমা হয়নি}]।

(জ)) বিবিএলসি রিভলভিং লিমিটের আওতায় শাখা প্রধানের অনুমোনক্রমে প্রতিটি রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের নীট এফওবি মূল্যের বিপরীতে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে গ্রাহকের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ অংকের ও পরিমানের কাঁচামাল, এক্সেসরিজ এবং মোড়ক সামগ্রী আমদানির জন্য সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত এলসি খোলা যাবে। মূল রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের অপর পাতায় আবশ্যিকভাবে বিবিএলসির বিবরণ লিখতে হবে।

(ঝ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৭৫% এর অধিক হারে বিবিএলসি খোলার জন্য প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের মূল্য হতে জাহাজ ভাড়া, কমিশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি (যদি থাকে) বাদ দিয়ে নীট এফওবি মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(ট) ইডিএফ ও ইএফপিএফ এর প্রাপ্যতা গ্রাহকের উৎপাদন ক্ষমতা, বিগত বছরের রপ্তানি তৎপরতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ইডিএফ ও ইএফপিএফ সংশ্লিষ্ট সার্কুলারে বর্ণিত সীমা- এ তিনের মধ্যে যা কম তা দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(ঠ) ইডিএফ এর আওতায় খোলা এলসি'র ক্ষেত্রে পিএডি (ইডিএফ) সৃষ্টির সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃভরণের জন্য আবেদন করতে হবে।

(ড) ইএফপিএফ এর আওতায় এলসি খোলার পর বিলমূল্য পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ফান্ড প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে।

(ঢ) ইডিএফ এবং ইএফপিএফ এর আওতায় বিবিএলসি/আমদানি ঋণপত্র খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানি এলসি/চুক্তিপত্রের ডেফার্ড পিরিয়ড সর্বোচ্চ ১২০ দিন এর বেশি হতে পারবে না।

(ণ) গ্রাহকের হিসাবে ডিমান্ড লোন (বিবি) দায় সৃষ্টি হলে এবং কোন পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোন (বিবি) দায় থাকলে বিবিএলসি রিভলভিং লিমিট বাতিল হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ত) গ্রাহকের হিসাবে যেকোনো ০২টি রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে গৃহীত ফান্ডেড ও নন ফান্ডেড দায় প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য দ্বারা সমন্বয় না হলে মঞ্জুরিকৃত বিবিএলসি লিমিট বাতিল হবে। নতুন বিবিএলসি খোলার ক্ষেত্রে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(থ) বিবিএলসি/আইএফডিবিসি'র মূল্য পরিশোধে Cross Payment সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে।

চলমান পাতা-৩

বিষয়: ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি ৯ম সংস্করণের ফরেন ট্রেড (রপ্তানি) এর ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ও প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা হালনাগাদকরণ।

(দ) বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ, রপ্তানি নীতি, UCPDC, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত গাইড লাইনস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, পাবলিক নোটিশ, সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলারে প্রদত্ত নির্দেশনাসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত MoU এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও এ ব্যাংক এর সকল প্রকার নিয়ম কানুন ও আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

(ধ) উপরিলিখিত শর্তাবলী শিথিল করার জন্য পর্ষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণসীমা ব্যবহারের উদাহরণ:

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিবিএলসি লিমিট মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জিএম, ডিএমডি ও এমডি এর ক্রমপুঞ্জিভূত লিমিট অনুমোদন ক্ষমতা যথাক্রমে ২০০০.০০, ৩০০০.০০ ও ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। ধরা যাক কোন গ্রাহক/গ্রুপের অনুকূলে জিএম কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত বিবিএলসি'র লিমিট ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা থাকা অবস্থায় ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিবিএলসি লিমিট বর্ধিতকরণের প্রস্তাব আসলে মোট লিমিট দাঁড়াবে ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা যা জিএম কর্তৃক ক্রমপুঞ্জিভূত লিমিট অনুমোদনের ক্ষমতার অধিক। এ ক্ষেত্রে বর্তমান ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বিবিএলসি লিমিট বর্ধিতকরণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরবর্তী উর্ধ্বতন নির্বাহী ডিএমডি বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। পরের ধাপসমূহেও ক্রমপুঞ্জিভূত লিমিট অতিক্রম করলে একইভাবে পরবর্তী উর্ধ্বতন নির্বাহী ও ক্ষেত্রমতে পর্ষদ সমীপে উপস্থাপন করতে হবে।

২.২ পৃষ্ঠা-১১৬ ক্রমিক নং-৬ ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট, পৃষ্ঠা-১২৪ ক্রমিক নং-১৩ রপ্তানি ঋণপত্র ব্যতিরেকে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০৪ মাসের কাঁচামাল আমদানি করার জন্য আমদানি নীতিমালা অনুযায়ী আমদানি ঋণপত্র খোলার নীতিগত অনুমোদন সংক্রান্ত বিধিসমূহ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হলো:

(অংক লক্ষ টাকায়)

মঞ্জুরি ক্ষমতা (ক্রমপুঞ্জিভূত)									
অগ্রিম /ঋণ ও অন্যান্য সুবিধার বিবরণ	ম্যানেজার-শাখার গ্রেড				এজিএম	ডিজিএম	জিএম	ডিএমডি	এমডি
	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম					
কেইস টু কেইস ভিত্তিতে ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট (ইডিএফ ও ইএফপিএফসহ)									
(ক) পাবলিক সেক্টর	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	-	-	-	-	-	২০০০.০০	৩০০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০
(গ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	-	-	-	-	-	১০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৪০০০.০০
(ঘ) ব্যক্তি /ফার্ম	-	-	-	-	-	১০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	৪০০০.০০

নোটঃ

ক) রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে বিবিএলসির প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্বে নীতিগত অনুমোদনসহ নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে:

১) রপ্তানি ঋণপত্রটি জনতা ব্যাংক পিএলসি. বা বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ফরেন করেসপন্ডেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং ইরিভোকেবল।

২) রপ্তানি ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা সন্তোষজনক ক্রেডিট রিপোর্ট সম্পন্ন।

৩) রপ্তানি ঋণপত্রটি ইউসিপিডিসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইড লাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শর্ত সম্বলিত।

খ) দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে বিবিএলসির প্রস্তাব অনুমোদনের পূর্বে নীতিগত অনুমোদনসহ নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে:

১) সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক ক্রেতা ও তাদের ব্যাংকের সন্তোষজনক ক্রেডিট রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে।

২) দৃঢ় রপ্তানি চুক্তিপত্রের সঠিকতা যাচাই এবং মূল্য প্রত্যাবাসন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিবিএলসি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দৃঢ় রপ্তানি চুক্তিপত্রের বিপরীতে বিবিএলসি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এফডি সার্কুলার-২৮৪১, তারিখ: ২২/০৫/২০০১ পরিপালন করতে হবে।

চলমান পাতা-৪

বিষয়: ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি ৯ম সংস্করণের ফরেন ট্রেড (রপ্তানি) এর ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ও প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা হালনাগাদকরণ।

সাধারণ নিয়মাবলীঃ

১) গ্রাহকের অনুকূলে বিবিএলসি নীতিগত অনুমোদন থাকতে হবে/গ্রহণ করতে হবে।

২) বিবিএলসির বিপরীতে ন্যূনতম ১:১ সহজামানত (এফডিআর/জমি/স্থাপনা) থাকতে হবে।

৩) বর্ণিত ক্ষমতা প্রধান কার্যালয়ের ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট-এক্সপোর্ট সহ ঋণ সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/বিভাগের নির্বাহীগণ প্রয়োগ করতে পারবেন।

৪) বিবিএলসির আওতায় আমদানিতব্য মালামাল ঋণপত্র/অভ্যন্তরীণ বিবিএলসির চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অতিরিক্ত নয় এবং দর প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে।

৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আরোপিত নিয়ামাচার পরিপালন করে বিবিএলসি খুলতে হবে।

৬) প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে শাখা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের নীট এফওবি মূল্যের বিপরীতে গ্রাহকের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ অংকের ও পরিমানের কাঁচামাল, এক্সেসরিজ এবং মোড়ক সামগ্রী আমদানির জন্য এলসি প্রতিষ্ঠা করা যাবে। মূল রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের অপর পৃষ্ঠায় আবশ্যিকভাবে বিবিএলসির বিবরণ লিখতে হবে।

৭) রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের মূল্য হতে জাহাজ ভাড়া, কমিশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি (যদি থাকে) বাদ দিয়ে নীট এফওবি মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

৮) প্রতিটি রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্রের বিপরীতে কোন অবস্থাতেই যাতে Double Finance না হয় সে বিষয়ে শাখাকে নিশ্চিত হয়ে বিবিএলসি খুলতে হবে।

৯) ইডিএফ ও ইএফপিএফ এর প্রাপ্যতা গ্রাহকের উৎপাদন ক্ষমতা, বিগত বছরের রপ্তানি তৎপরতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ইডিএফ ও ইএফপিএফ সংশ্লিষ্ট সার্কুলারে বর্ণিত সীমা- এ তিনের মধ্যে যা কম তা দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১০) ইডিএফ এর আওতায় খোলা এলসি'র ক্ষেত্রে পিএডি (ইডিএফ) সৃষ্টির সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃভরণের জন্য আবেদন করতে হবে।

১১) ইএফপিএফ এর আওতায় এলসি খোলার পর বিলমূল্য পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ফান্ড প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে।

১২) ইডিএফ এবং ইএফপিএফ এর আওতায় বিবিএলসি/আমদানি ঋণপত্র খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানি এলসি/চুক্তিপত্রের ডেফার্ড পিরিয়ড সর্বোচ্চ ১২০ দিনের বেশি হতে পারবে না।

১৩) গ্রাহক/রপ্তানিকারকের হিসাবে যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোন ওভারডিউ ইএক্সপি থাকতে পারবে না।

১৪) গ্রাহক/রপ্তানিকারকের হিসাবে কোন বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ/অসমন্বিত থাকতে পারবে না।

১৫) গ্রাহকের বিবিএলসি'র কুশন হিসাবায়ন=গ্রাহকের উৎপাদন ক্ষমতা-[{বিবিএলসি+আইএফডিবিসি+ডিমান্ড লোন (বিবি)+ পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোন (বিবি)+ইডিএফ (এলসি+পিএডি+লোন)+ ইএফপিএফ (এলসি+লোন)}-{ডিএফসিতে জমা+নিয়মিত এফডিবিসি ও এফডিবিপি'র আনুপাতিক আমদানি মূল্য যার বিপরীতে ডিএফসিতে ফান্ড জমা হয়নি }]।

১৬) বিবিএলসি/আইএফডিবিসি'র মূল্য পরিশোধে Cross Payment সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে।

১৭) বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ, রপ্তানি নীতি, UCPDC, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত গাইড লাইনস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট, পাবলিক নোটিশ, সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলারে প্রদত্ত নির্দেশনাসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত MoU এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও এ ব্যাংক এর সকল প্রকার নিয়ম কানুন ও আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণসীমা ব্যবহারের উদাহরণ:

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিবিএলসি মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ডিজিএম, জিএম, ডিএমডি ও এমডির ক্রমপুঞ্জিভূত লিমিট অনুমোদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১০০০.০০, ২০০০.০০, ৩০০০.০০ ও ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। ধরা যাক কোনো গ্রাহক/গ্রুপের অনুকূলে ডিজিএম কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত বিবিএলসি'র পরিমাণ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা থাকা অবস্থায় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বিবিএলসি খোলার প্রস্তাব আসলে মোট বিবিএলসি দাঁড়াবে ১১০০.০০ লক্ষ টাকা যা ডিজিএম কর্তৃক ক্রমপুঞ্জিভূত লিমিট অনুমোদনের ক্ষমতার অধিক। এ ক্ষেত্রে বর্তমান ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বিবিএলসি খোলার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরবর্তী উর্ধ্বতন নির্বাহী জিএম বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। পরের ধাপসমূহেও ক্রমপুঞ্জিভূত লিমিট অতিক্রম করলে একইভাবে পরবর্তী উর্ধ্বতন নির্বাহী ও ক্ষেত্রমতে পর্ষদ সমীপে উপস্থাপন করতে হবে।

চলমান পাতা-৫

বিষয়: ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি ৯ম সংস্করণের ফরেন ট্রেড (রপ্তানি) এর ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ও প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা হালনাগাদকরণ।

২.৩ পৃষ্ঠা-১৩৪ ক্রমিক নং-২১ প্যাকিং ক্রেডিট সংক্রান্ত বিধিসমূহ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হলো:

(অংক লক্ষ টাকায়)

মঞ্জুরি ক্ষমতা (ক্রমপুঞ্জিভূত)									
অগ্রিম /ঋণ ও অন্যান্য সুবিধার বিবরণ	ম্যানেজার-শাখার গ্রেড				এজিএম	ডিজিএম	জিএম	ডিএমডি	এমডি
	৪র্থ	৩য়	২য়	১ম					
প্যাকিং ক্রেডিট: (নিঃবিঃ ৩৫৬০ তারিখ ০১.০৬.০৩ মোতাবেক ফোর প্রডাক্ট এর আওতায় এবং নিঃবিঃ ৪২৭/১২ তারিখ ৩১/১২/২০১২)									
(ক) পাবলিক সেক্টর	-	-	-	-	-	২০০.০০	৩০০.০০	৭০০.০০	১০০০.০০
(খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	-	-	-	-	-	১০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৮০০.০০
(গ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	-	-	-	-	-	১০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৭০০.০০
(ঘ) ব্যক্তি /ফার্ম	-	-	-	-	-	১০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০	৭০০.০০

নোট:

ক. রপ্তানি ঋণপত্র/দৃঢ় চুক্তিপত্র লিয়েন রেখে রপ্তানিকারকদের অনুকূলে সাময়িকভাবে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে চলতি মূলধন হিসাবে নির্বাহীগণ নিম্নোক্ত হারে পিসি ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন:

(অংক লক্ষ টাকায়)

ডিজিএম	জিএম	ডিএমডি	এমডি
২৫.০০	৩০.০০	৫০.০০	৭৫.০০

খ. বর্ণিত ক্ষমতার আওতায় ToR অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয়ের গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/ডিভিশন এর নির্বাহীগণ ক্রমপুঞ্জিভূত সীমার মধ্যে একক গ্রাহকের অনুকূলে (Single Borrower Exposer Limit অনুসরণপূর্বক) এ ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন।

গ. পিসি ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১:১ সহজামানত (এফডিআর/জমি/স্থাপনা) গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. প্যাকিং ক্রেডিট (পিসি) এর মেয়াদ: সাইট ও ডেফার্ড ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে যথাক্রমে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) ও ৯০ (নব্বই) দিন। ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের শিপমেন্টের মেয়াদ বর্ধিত করা হলেও প্যাকিং ক্রেডিট (পিসি) এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।

ঙ. সাইট/ডেফার্ড রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই শিপমেন্ট এর তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের বেশি সময় পূর্বে পিসি বিতরণ করা যাবে না।

চ. একই পণ্যকে দ্বিতীয়বার আচ্ছাদিত করে এর বিপরীতে পিসি সুবিধা দেয়া যাবে না।

ছ. প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য দ্বারা সমন্বয় করা হলে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে মেয়াদ পর্যন্ত রপ্তানি ঋণের প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে। প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য দ্বারা সমন্বয় করা না হলে বিতরণের তারিখ হতে বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলিত সুদহার প্রযোজ্য হবে।

জ. মেয়াদপূর্তির পরে মোট ঋণস্থিতির উপর নীতিমালা অনুযায়ী দন্ডসুদ আরোপ করতে হবে।

ঝ. যে সমস্ত রপ্তানিকারক ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সুবিধা ভোগ করে না (এ সুবিধার বহির্ভূত) অর্থ্যাৎ চা, পাট, চামড়াসহ অন্যান্য রপ্তানিকারকগণের ক্ষেত্রে ২৫% মার্জিনে সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত পিসি/ইসিসি (হাইপোথিকেশন) ঋণ প্রদান করা যাবে।

ঞ. যে সমস্ত রপ্তানিকারক ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সুবিধা ভোগ করেন না তাদের অনুকূলে পিসি ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এমডি মহোদয়ের নিকট হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণসীমা ব্যবহারের উদাহরণ:

ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পিসি ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ডিজিএম, জিএম, ডিএমডি ও এমডি এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋনসীমা অনুমোদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১০০.০০, ৩০০.০০, ৫০০.০০ ও ৭০০.০০ লক্ষ টাকা। ধরা যাক কোন গ্রাহক/গ্রুপের অনুকূলে ডিজিএম কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত পিসি ঋণের মোট পরিমাণ ৯০.০০ লক্ষ টাকা থাকা অবস্থায় ১১.০০ লক্ষ টাকা পিসি ঋণের প্রস্তাব আসলে মোট ঋণসীমা দাঁড়াবে ১০১.০০ লক্ষ টাকা যা ডিজিএম কর্তৃক ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণসীমা অনুমোদনের ক্ষমতার অধিক। এ ক্ষেত্রে বর্তমান ১১.০০ লক্ষ টাকা পিসি ঋণ অনুমোদনের জন্য পরবর্তী উর্ধ্বতন নির্বাহী জিএম বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। পরের ধাপসমূহেও ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণসীমা অতিক্রম করলে একইভাবে পরবর্তী উর্ধ্বতন নির্বাহী ও ক্ষেত্রমতে পর্ষদ সমীপে উপস্থাপন করতে হবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সঞ্জয় কুমার সরদার
উপমহাব্যবস্থাপক

মোঃ হাফিজুর রহমান মোল্লা
মহাব্যবস্থাপক